সমকাল

তারিখ . . . 26 AUG 2015 . . .
পৃষ্ঠা ... ২১ ... কলাম ... ২ ......

চবি ও জবিতে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ, আহত ৭

■ চবি ও জবি প্রতিবেদক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে সাত ছাত্রলীগ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের সিট দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রলীগ নেতার মেয়েবন্ধুকে নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

হলের সিট দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে লিপ্ত হন খোদ চবি ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে দুই নেতার অনুসারীদের মধ্যে সংর্ঘষ হয়। বিকেলে শুরু হওয়া এ সংঘর্ষ চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এতে এক পুলিশ সদস্যসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতদের চবি মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এতে আহতরা হলেন– চবি ছাত্রলীগের সাবেক সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক জমির উদ্দীন, সাবেক উপ-দপ্তর সম্পাদক ইমাদ আহমেদ সাহিল, সমাজতত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সাইদ আহমেদ, ইতিহাস বিভাগের চতুর্থ বিভাগের শিক্ষার্থী রুবেল ও পুলিশের এসআই ইউনুস।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সোহরাওয়ার্দী হলে ওঠা নিয়ে চবি ছাত্রলীগের সভাপতি আলমগীর টিপু ও সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বী সুজনের সমর্থকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে দুই কর্মী আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গত সোমবার অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন বিভাগের শিক্ষা সফরে ওই বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রলীগ কর্মী আবির তার এক মেয়েবন্ধুকে নিয়ে যান। এ নিয়ে গতকাল একই বিভাগের নবম ব্যাচের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ কর্মী-তপুর সঙ্গে আবিরের বাগবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে তপু, জহিরসহ ছাত্রলীগের ময়মনসিংহ আঞ্চলিক গ্রুপের কর্মীরা আবিরকে ধাওয়া দেয়। পরে আবির, রেদওয়ান, রাকিব, সম্রাট, ওয়ারিসসহ শরীয়তপুরের আঞ্চলিক গ্রুপের কর্মীরা তপু ও জহিরকে ইট দিয়ে আঘাত করেন। এ সময় তপুর মাথা ফেটে গেলে তাকে আহত অবস্থায় প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হয়। পরে তাকে সুমনা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এ ব্যাপারে জবি ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম বলেন, যারা মারামারি করছে তারা ছাত্রলীগের কেউ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মদ বলেন, ঘটনায় জড়িতের বিরুদ্ধে সাময়িক বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।